রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ মাঘ ১৪২৭/১৬ জানুয়ারি ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০১৩—দেশের খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন গত ০৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

২। রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ পৌষ ১৪২৭/১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৭ পৌষ ১৪২৭ / ১১ জানুয়ারি ২০২১

দেশের খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন গত ০৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

রাবেয়া খাতুন ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও নারীর অবরুদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে মন, মনন ও মানসে অবারিত মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। নারীজাগরণে শক্তিসঞ্চারণ ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে অল্প বয়সেই রাবেয়া খাতুন লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে একটি প্রতিকূল সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটান। সাহিত্যাঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর স্বকীয় লিখনশৈলীগত, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও জননন্দিত সাহিত্যিকের অবস্থান। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি লেখালেখির পাশাপাশি শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' এবং 'সিনেমা' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। এ ছাড়া পঞ্চাশের দশকে তাঁর সম্পাদনায় নারীদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা 'অঙ্গনা' প্রকাশিত হতো।

সাহিত্যের সকল শাখায় ছিল রাবেয়া খাতুন-এর সফল বিচরণ। ১৯৬৩ সালে প্রথম উপন্যাস 'মধুমতী' প্রকাশের পরপরই কথাসাহিত্যিক হিসাবে সমধিক পরিচিতি পান তিনি। উপন্যাস, গবেষণাধর্মী রচনা, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী, কিশোর উপন্যাস এবং স্মৃতিকথা মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। প্রায় এক হাজার ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। রেডিও, টিভিতে প্রচারিত হয়েছে তাঁর লেখা অসংখ্য নাটক, জীবন্তিকা ও সিরিজ নাটক। তাঁর গল্পে নির্মিত হয়েছে কয়েকটি চলচ্চিত্র।

রাবেয়া খাতুন তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনীতে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। ছোটগল্প, ভ্রমণসাহিত্য, স্মৃতিকথামূলক রচনা, শিশুসাহিত্যে তাঁর স্বকীয়তা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ও গল্প রচনায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাবেয়া খাতুন প্রায় ছয় দশক ধরে সমাজবোধ ও এর উত্তরণধারায় বহু সাহিত্যকর্ম উপহার দিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ফেরারী সূর্য, বায়ান্ন গলির এক গলি, দিবস রজনী, নীল নিশীথ, জীবনের আর এক নাম, মেঘের পর মেঘ, একাত্তরের নয়মাস, বাগানের নাম মালনিছড়া, রমনা পার্কের পাঁচ বন্ধু, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, শঙ্খ সকাল প্রভৃতি। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস দুঃসাহসিক অভিযান, মেঘের পর মেঘ, মধুমতি, কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, মহাপ্রলয়ের পর অবলম্বনে পাঁচটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র 'মেঘের পরে মেঘ' সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

রাবেয়া খাতুন শিল্প, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সাহিত্যকর্মে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৯৩), অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) প্রভৃতি। এ ছাড়া, তিনি নাটকের জন্য ১৯৯৭ সালে টেনাশিনাস পুরস্কার এবং চলচ্চিত্রের জন্য ২০০৫ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাবেয়া খাতুন-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৭-তে ভূষিত করা হয়।

দেশের সাহিত্য ও নারী জাগরণে আজীবন আত্মনিবেদিত কর্মী রাবেয়া খাতুন তাঁর অনবদ্য কর্মের জন্য সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য-অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd